বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নবী-রাসূলগণ মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন কিনা

প্রিয় মুসলিম ভাই/বোন, আমরা আমাদের মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআন থেকে আপনাদের সমীপে কয়েকটি আয়াত পেশ করছি-
আল্লাহ্‌র বাণী, ***"তোমরা মিশিয়ে দিও না সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন কর না।"*** (২:৪২)।

আল্লাহ্‌র বাণী, ***"আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন এবং হেদায়াত মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদের অভিসম্পাত দেন।"*** (২:১৫৯)।
আল্লাহ্‌র বাণী, ***"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো মহা সাফল্য লাভ করবে।" (৩৩: ৭০-৭১)।***
কাজেই উল্লেখিত আয়াতগুলিকে স্মরণ রেখে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সত্য এবং সঠিক কথা বলা এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন কথাকে গোপন না করা এবং অর্থের বিকৃতি না করা।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলেই মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাকলুকাত। অন্যান্য জীবের থেকে মানুষ কেন সৃষ্টির সেরা? কারণ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, দিয়েছেন স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা। মানুষ সৃষ্টির সেরা বলেই আল্লাহ্ যখন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি দুনিয়াতে তার প্রতিনিধি পাঠাবেন তখন ফেরেশতারা এ কথা শুনে কিছুটা অবাক হয়েছিলেন। আর তাই তো ফেরেশতারা আল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করল, ***"আপনি কি সেথায় (পৃথিবীতে) এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আর আমরা (মালাইকারা) তো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"*** (সূরা বাকারাঃ ৩০)। মাটির তৈরি মানুষ সৃষ্টির সেরা বলেই আল্লাহ্ ফেরেশতাদের হুকুম করলেন মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করার জন্য। এর প্রমাণ, ***"আর যখন আমি (আল্লাহ্) আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের বললাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল।"*** (সূরা বাকারাঃ ৩৪)। কিন্তু যখন দেখি এই সৃষ্টির সেরা মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে অন্ধভাবে অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে কুসংস্কারে ভুগে তখন মানুষ হিসেবে বিষয়টি খুবই লজ্জাজনক।

আসুন, এখন আল্লাহ্‌র কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে প্রমাণ নেই আসলেই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন কিনা? আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ***"তিনিই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, ... ।"*** (সূরা আন'আমঃ ২)। আরও প্রমাণ, আল্লাহ্ বলেন, ***"আর আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে, ... ।"*** (সূরা মু'মিনুনঃ ১২)। পাঠক ইচ্ছা করলে আপনি এই সূরার ১২ থেকে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি পড়ে দেখতে পারেন। অন্যত্র আল্লাহ্ আরও বলেন, ***"যিনি (আল্লাহ্) অতি সুন্দর রূপে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং মানব (মানুষ) সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে, ... ।"*** (সূরা সাজদাঃ ৭)। আরেকটি প্রমাণ, আল্লাহ্ বলেন, ***"আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, ... ।"*** (সূরা ফাতিরঃ ১১)। সূরা হিজরের ২৬ নং আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, ***"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে, ... ।"*** এছাড়াও সূরা বনী ইসরাঈলের ৬১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ***"আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ 'তোমরা আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে (ইবলিস) বললঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?"*** প্রিয় পাঠক, আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন থেকে এতগুলি দলীল/প্রমাণ দেয়ার পর আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, মাটি দিয়েই আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল নবী-রাসূলগণই মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আগমন করবে তারা সবাই মাটির তৈরি মানুষই হবে। তারপরও কি আপনি সংশয়ে ভুগবেন? আল্লাহ্ আপনাকে আমাকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন।।

এখন আসুন দেখি, আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন নাকি নূরের তৈরি ছিলেন? যারা এই কথা বিশ্বাস করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাইরে থেকে দেখতে মাটির তৈরি মানুষের মত মনে হলেও আসলে তিনি ছিলেন নূরের তৈরি এবং তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)] গায়েবের খবর জানেন/রাখেন, তারা যে কত অজ্ঞ আর মূর্খ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ তাদেরকেও সঠিক জ্ঞান/বুঝ দান করুন। আমীন।।

যারা এমন আক্বীদা পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নূর- (আল্লাহ্ জাতি নূর) মানুষ নন, তিনি গায়েবের খবর জানেন, সে আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথে কুফরী করল। সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন, বন্ধু নয়। কেননা তার কথা আল্লাহ্ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে কাফির। আল্লাহ্ বলেন, ***"হে নবী! আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, ... ।"*** (সূরা কাহ্‌ফঃ ১১০)। আল্লাহ্ বলেন, ***"আকাশ ও জমিনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।"*** (সূরা নামলঃ ৬৫)। আল্লাহ্ আরো বলেন, ***"আপনি [হে মুহাম্মদ] বলুনঃ আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভান্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধেও অবগত নই এবং আমি তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু সে অহীর অনুসরণ করি যা আমার প্রতি নাযিল হয়। ...... ।"*** (সূরা আন'আমঃ ৫০)।

আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেন, ***“আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনো হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদদাতা।”*** (সূরা আ'রাফ: ১৮৮)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, ***“আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।”*** [সহীহ বুখারী- অধ্যায়: কিতাবুস সালাহ]। আবার যে ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এ বিশ্বাসে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ভাল-মন্দের মালিক, সেও কাফির। আল্লাহ্ বলেন, বলুন: “আমি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধনেরও ক্ষমতা রাখি না এবং কোন কল্যাণ সাধনেরও না। বলুন, আল্লাহ্র গযব থেকে আমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতিরেকে আমি কোন আশ্রয়ও পাব না।” (সূরা জ্বিন: ২১-২২)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে বলেছিলেন, ***“আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না।”*** [সহীহ বুখারী- অধ্যায়: কিতাবুল ওসায়া]। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর কন্যা ফাতিমা ও ফুফু সাফিয়াকে একই কথা বলেছিলেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই/বোন, আল্লাহ্র শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন কিন্তু মানুষ নবীর কাছেই অবতীর্ণ/নাযিল করা হয়েছে। কোন জ্বিন বা ফেরেশতার কাছে কিন্তু অবতীর্ণ/নাযিল করা হয়নি। এর প্রমাণ দেখুন, আল্লাহ্ বলেন, “আর আমি যদি কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং তাদের সেরূপ সংশয়েই রেখে দিতাম যেরূপ সংশয়ে তারা এখন রয়েছে।” (সূরা আন'আম: ৯)। এছাড়াও সূরা আন'আমের ৫০ নং আয়াত থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাটির মানুষই ছিলেন কোন ফেরেশতা বা নূরের তৈরি ছিলেন না। আমরা আল্লাহ্ কিতাব কুরআন থেকে জানতে পারি যখনই কোন নবী-রাসূলরা মানুষকে আল্লাহ্র তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন তখনই তারা তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে, পাগল, জাদুকর, গণক ইত্যাদি বলে গালাগাল দিয়েছে। এমনকি তারা একথাও বলত, এ আবার কেমন নবী যে, আমাদেরই মত খায়, ঘুমায় আবার পানাহার করে। এর প্রমাণ দেখুন, আল্লাহ্ বলেন, “..... তারা বলেছিল: এ ব্যক্তি (নবী) তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়; সে তো তা-ই খেয়ে থাকে যা তোমরা খাও এবং সে তা-ই পান করে যা তোমরা পান কর; আর যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের (মানুষ নবীর) আনুগত্য কর, তবে তো তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে; ......।” (সূরা মু'মিনুন: ৩৩-৩৪)।

সকল নবী-রাসূলদের মতই শেষ নবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাটির তৈরি এবং ফেরেশতারা নূরের তৈরি। আসুন আরও কিছু পার্থক্যগুলি নিচে দেখি:

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মাটির মানুষ	ফেরেশতারা নূরের তৈরি
১. প্রত্যেক মানুষই মরণশীল। তেমনি আমাদের শেষ নবীও একজন মরণশীল মানুষ ছিলেন। এর প্রমাণ দেখুন: (২১: ৩৪-৩৫), (৩৯: ৩০)। ২. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর সাথে সাধারণ মানুষের মৌলিক পার্থক্য শুধু এখানেই তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র শেষ প্রেরিত রাসূল এবং তার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে অহী প্রেরণ করা হতো। আর সেটাই তিনি মানুষের কাছে পৌছে দিতেন। এর প্রমাণ দেখুন: (১৮: ১১০)। ৩. মাটির তৈরি মানুষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার জৈবিক চাহিদা/যৌনাকাঙ্খা। যেটি সকল মাটির তৈরি মানুষের মতই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এরও ছিল। তাই দেখা যায় অন্যান্য মানুষের মতই আমাদের নবীও বিয়ে করেছেন, সন্তানের জনক হয়েছেন, পানাহার করতেন, ঘুমাতেন, অসুস্থ হতেন এমনকি শরীর থেকে নাপাকীও বের হতো। যদি তিনি নূরের তৈরি হতেন তাহলে এসব মানবীয় জিনিষগুলি তার মধ্যে পরিলক্ষিত হত না। ৪. আদম (আঃ) যেহেতু মাটি দিয়ে তৈরি তাহলে সে হিসেবে আমাদের শেষ নবীও মাটির তৈরি। কেননা তিনিও তো আদমেরই সন্তান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি নূরের তৈরি হন তাহলে তার বংশধর অর্থাৎ তার কন্যা ফাতিমা, নাতি-ইমাম হাসান, হোসাইন ইত্যাদি সকলেই তাহলে নূর হতে সৃষ্ট। সহীহ হাদিসে এসেছে যে, কেয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী (আঃ) যখন আসবেন তখন তিনিও নবীর বংশ থেকেই আসবেন। তাহলে কি একথা বলা যাবে যে, তিনিও নূরের তৈরি হবেন? সাধারণ যুক্তিতে এটি কি কারও কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?	১. ফেরেশতারা মরণশীল নয়। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ সব কিছুকেই ধ্বংস করবেন এবং তিনি (আল্লাহ্) স্থায়ীভাবে থাকবেন। ২. ফেরেশতারা সবসময়/প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করেন এবং আল্লাহ্ যখন যে হুকুম দেন সাথে সাথে সেই হুকুম পালন করেন। এর প্রমাণ দেখুন: (২: ৩০)। ৩. নূরের তৈরি ফেরেশতারা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। কেননা তাদের এসবের কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

আরও একটি বিষয় সম্বন্ধেও আমরা অনেকেই ভুল আক্বীদা পোষন করি আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। অথচ এই কথাটিও আল্লাহ্র কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (নাউযুবিল্লাহ্)। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তার মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও ইনসানকে (মানুষকে) কেবলমাত্র এজন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।" (সূরা যারিয়াত: ৫৬)। অতএব এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার এই দুনিয়া, মানব জাতি ও জ্বিন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করা।

প্রিয় মুসলিম ভাই/বোন, আপনি আল্লাহ্র কিতাব আল-কুরআন নিজের মাতৃভাষায় ভালভাবে পড়ুন এবং কুরআনকে বুঝার চেষ্টা করুন। তাহলে আপনার চোখের উপর আর অন্তরের উপর যে কালো পর্দা পড়ে রয়েছে আশাকরি আল্লাহ্ চাইলে আপনার সে কালো পর্দাটি সরে যাবে এবং সত্যের আলোয় আপনি আলোকিত হয়ে উঠবেন, ইনশাআল্লাহ্। কেননা ইসলামে গোড়ামীর কোন স্থান নেই। আপনি যদি গোড়ামী করেন এবং অন্ধ থাকেন তাহলে কখনোই হেদায়াত পাবেন না। আশাকরি উপরে উল্লেখিত সমস্ত দলীল/প্রমাণ পেশ করার পর আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন যে, আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যত নবী-রাসূলগণ এসেছেন তারা সবাই আমাদের মতই মাটির তৈরি মানুষই ছিলেন ভিন্ন কিছু ছিলেন না। এরপরও যদি আপনি সংশয় আর সন্দেহের মধ্যে ভুগেন তাহলে বলব আল্লাহ্ যেন আপনার প্রতি রহম করেন। আল্লাহ্ আপনাকে আমাকে সঠিক জ্ঞান/বুঝ দান করুন। আমীন।।